যুগান্তর

তারিখ: 15 MAY 2005
পৃষ্ঠা: ৩ কলাম: ৮

যুগান্তর রোববার ১৫ মে ২০০৫

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এডহক কমিটি

প্রভাবশালীদের হাতে জিম্মি রাজধানীর ভাল স্কুল-কলেজ

শফিকুল ইসলাম

রাজধানীর নামকরা অধিকাংশ স্কুল ও কলেজ সরকার সমর্থক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ছে। একাডেমিক কর্মকাণ্ডসহ সার্বিক দেখভালের দায়িত্ব পালন করছে সরকার সমর্থকদের নিয়ে গঠিত এডহক কমিটি। আবার অনেক প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ পূর্ণ হলেও নানা কৌশলে বহাল তবিয়তে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, ভর্তি মৌসুমে আর্থিক সুবিধা নিয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি, স্কুলের আয়ে ভাগ বসানো, স্কুলের সম্পত্তি ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহারসহ নানা সুবিধার লোভে তারা এ কাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রভাবশালী সদস্যদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে এদের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠছে। আর এর প্রভাব পড়ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক একাডেমিক কার্যক্রমের ওপর।

অভিযোগ উঠেছে, ভর্তি মৌসুমে আর্থিক সুবিধা নিয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি, স্কুলের আয়ে ভাগ বসানো, স্কুলের সম্পত্তি ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহারসহ নানা সুবিধার লোভে তারা এ কাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে

সূত্রগুলো জানায়, রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হতে পারা আর্থিক সুযোগ-সুবিধা জিম্মি ; পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

জিম্মি : স্কুল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পাওয়ার একটি সিঁড়ি হিসেবে কাজ করে। এজন্য সদস্য হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা লাখ লাখ টাকাও খরচ করেন। ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন হলে প্রার্থীরা জাতীয় নির্বাচনের মতো রঙিন ও সাদা-কালো পোস্টার তৈরি করে সারা রাজধানী ছেয়ে দেন এবং ভোট প্রার্থনা করেন। এজন্য লাখ লাখ টাকা ব্যয় করেন। কমিটি গঠন নিয়ে কোন কোন সময় খুন-খারাবির মতো ঘটনাও ঘটে। অনেক সময় নির্বাচিত হতে না পারলে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে মামলা দায়ের করে স্থগিতাদেশ আদেশ জারির ব্যবস্থা করেন। তখনই গঠিত হয় এডহক কমিটি। এভাবেই একটি চক্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে আর্থিক লাভবান হওয়ার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

জানা যায়, রাজধানীতে এমন নামকরা ডজনখানেক প্রতিষ্ঠানে এডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, উইলস লিটল স্কুল এন্ড কলেজ, মণিপুরী হাই স্কুল, কল্যাণপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, মিরপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন গত বছর ১৯ নভেম্বর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের গত ৮ নভেম্বরের এক জরুরি আদেশে ওই নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করা হয়। গঠন করা হয় এডহক কমিটি। বিধি এডহক কমিটি ৩ মাসের মধ্যেই নির্বাচন সম্পন্ন করবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত নির্বাচনের কোন তারিখ ঘোষণা না করায় কলেজের অভিভাবক ফোরাম নির্বাচন দাবি করেছে। অভিযোগ উঠেছে, ব্যক্তি স্বার্থে নির্বাচনের মাঝপথে এসে তা স্থগিত করা হয়েছে। এই এডহক কমিটির কতিপয় সদস্য, কিছু শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী অর্থের বিনিময়ে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি হওয়ার সময় পার হওয়ার তিন-চার মাস পরেও শিক্ষার্থী ভর্তি করাচ্ছে। লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এজন্য বিভিন্ন ক্লাসের নতুন নতুন শাখাও খোলা হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা দাবি করছেন, ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি হওয়ার শিক্ষার্থী তালিকা এবং বর্তমান শিক্ষার্থী তালিকা মিলালে এই অনিয়ম বেরিয়ে আসবে। তবে স্কুলের অধ্যক্ষ বলেছেন, অর্থের বিনিময়ে কাউকে ভর্তি করা হয়নি। মন্ত্রী-কমিশনারের সুপারিশে কয়েকজনকে ভর্তি করা হয়েছে।

এমপিওভুক্ত হয়েছেন। নিজের দুর্নীতি লুকানোর জন্য কৌশলে ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনের ওপর মামলা দায়েরের ব্যবস্থা করিয়েছেন এবং সরকার সমর্থকদের নিয়ে এডহক কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করেছেন। ওই প্রতিষ্ঠানের একজন ডোনার সদস্য মমতাজ আহসান অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতিরও অভিযোগ করেন। এজন্য অধ্যক্ষকে উকিল নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে তিনি জানান। তবে এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এসব ষড়যন্ত্রমূলকভাবে করা হচ্ছে।

মণিপুরী হাই স্কুলের অবস্থাও একই। এই প্রতিষ্ঠানের বিপুল পরিমাণ সম্পদ আত্মসাৎ করার হীন উদ্দেশ্যে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হেড মাস্টারকে জোর করে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বর্তমানে একজন শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত হেড মাস্টারের দায়িত্ব পালন করছে। এখানেও ম্যানেজিং কমিটির কতিপয় প্রভাবশালী সদস্যের কারণেই এসব ঘটনা ঘটছে বলে সূত্রগুলো জানায়। বর্তমানে এডহক কমিটি স্কুলের দেখভালে দায়িত্ব পালন করছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্রগুলো জানিয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি সম্পর্কে বোর্ডকে জানানোর দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানের। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও প্রতিষ্ঠান প্রধান বোর্ডকে জানায় না। ফলে এদের বিরুদ্ধে নানা রকম অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। তখন বোর্ড বাধ্য হয়ে এডহক কমিটি গঠন করতে বলে।

উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের এডহক কমিটির সদস্য সাব্বির আহমেদ বলেছেন, পুরনো ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও প্রায় ১৪ মাস অবৈধভাবে তারা কার্যক্রম চালিয়ে যায়। তাদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদন্তে ধরা পড়েছে। এই এডহক কমিটির কার্যক্রম ঠিকমতো করতে না দেয়ার জন্য পুরনো কমিটির সদস্যরা একের পর মামলা দায়ের করছে। তিনি অভিযোগ করেন, শুধু একটি প্রকল্পে ৫০ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছে পুরনো ম্যানেজিং কমিটি। অর্থের বিনিময়ে ৩৬ জন শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে বিধিবহির্ভূতভাবে।

কল্যাণপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজেও সরকার সমর্থকদের নিয়ে এডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই এডহক কমিটি গঠনের মূলে রয়েছে এই কলেজের অধ্যক্ষ নিজেই। অভিযোগ উঠেছে, তিনি জাল ছাড়পত্র ও ভুল তথ্য প্রদান করে এখানে চাকরি নিয়েছেন এবং দুর্নীতির মাধ্যমে